গাউসে পাক এবং উম্মতের সংশোধন

৮ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরির বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত ২
বয়ান শোনার নিয়ত ৩
গেয়ারভী শরীফের বরকত ৩
গাউসে পাক এবং উম্মতের সংশোধন ৫
বৎস! তুমি ওযুহীন ছিলে ৫
মুমিনের অন্তদৃষ্টির উৎকর্ষতা ৬
তোমরা আমার জন্য কাঁচের মতো ৭
ব্যক্তিগতভাবে বোঝানোর অভ্যাস করুন! ৭
গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'মুহিউদ্দীন' ১০
'মুহিউদ্দীন' উপাধি কীভাবে লাভ করেছিলেন...? ১১
ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের তাওবা ১২
স্বপ্নেও নেকীর দাওয়াত ১৩
নেক বানানোর মেশিনে পরিণত হোন! ১৫

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْراً بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর

দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং একজন ফেরেশতা এই দরুদে পাক আমার নিকট পৌঁছানোর জন্য নিয়োজিত রয়েছেন।

(মু'জামে কাবীর, ৮/১৩৪, হাদীস: ৭৬১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, পৃষ্ঠা: ৮১, হাদীস: ১২৮৪)** হে আশিকানে রাসূল, প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন, যেমন; নিয়ত করুন, ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গেয়ারভী শরীফের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গেয়ারভী শরীফের প্রিয় মাস চলমান রয়েছে। আশিকানে গাউসে পাক এই মাসে গেয়ারভী শরীফ উদযাপন করে থাকেন। আমাদেরও অবশ্যই গেয়ারভী শরীফের আয়োজন করা উচিত। গেয়ারভী শরীফ কী? এটি মূলত ইসালে সাওয়াব; আর ইসালে সাওয়াব করা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলাম: আমরা আমাদের মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া এবং তাদের পক্ষ থেকে সদকা ও খয়রাত ইত্যাদি করে থাকি, এগুলো কি তাদের নিকট পৌঁছে? প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে এগুলো মৃত ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছে; وَ يَفۡرَحُوۡن بِهٖ كَمَا يَفۡرَحُ اَحَدُكُمۡ بِالۡهَدِيَّةِ অর্থাৎ যেমন তোমরা উপহার পেলে আনন্দিত হও, ঠিক তেমনি মৃত ব্যক্তিগণ এতে (ইসালে সাওয়াবে) আনন্দিত হন। **(উমদাতুল ক্বারী, কিতাবুল জানাযা, ৬/৩০৫, ১৩৮৮নং হাদীসের পাদটীকা)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! হে আশিকানে গাউসে পাক! আমরা গেয়ারভী শরীফের আয়োজন করি, হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জন্য ইসালে সাওয়াব করি; এতে গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলে আমাদের আর কী চাই...!!

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যদি প্রতি চাঁদের ১১তম রাতে নির্দিষ্ট কিছু টাকার মিষ্টি কোনো মুসলিমের দোকান থেকে ক্রয় করে নিয়মানুবর্তিতার সাথে গেয়ারভীর ফাতিহা দেওয়া হয়, তবে রিযিকে অসংখ্য বরকত হবে এবং اِنۡ شَآءَ اللّٰہ কখনো সে অভাবগ্রস্ত বা চিন্তিত হবে না। আমি নিজে এর প্রতি নিয়মানুবর্তী এবং আল্লাহ পাকের দয়ায় এর অগণিত কল্যাণ প্রত্যক্ষ করি। **(ইসলামী যিন্দেগী, পৃষ্ঠা: ১৩২)**

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আশিকে গাউসে পাক শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মুরীদ এবং গাউসে

পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর প্রতি অগাধ ভালোবাসাও পোষণ করেন। বছরের পর বছর ধরে তাঁর নিয়ম যে, প্রতি ইসলামী মাসের ১১তম রাতে তিনি গেয়ারভী শরীফের নিয়াযের আয়োজন করে থাকেন এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধও করতে থাকেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা যে, প্রত্যেক আশিকে রাসূল যেন নিয়মানুবর্তিতার সাথে প্রতি মাসে গেয়ারভী শরীফের আয়োজন করেন। হায়! আমরা আশিকানে গাউসে পাক যেন এর তাওফীক্ব লাভ করি এবং প্রতি মাসে নিয়মানুবর্তিতার সাথে গেয়ারভী শরীফের নিয়ায দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

গাউসে পাক এবং উম্মতের সংশোধন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর শিক্ষা ও তাঁর দ্বীনি খেদমত সম্পর্কিত কিছু বিষয় শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি:

বৎস! তুমি ওযুহীন ছিলে

শায়খ আবুল ফারাজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আশিকে গাউসে পাক ছিলেন। তিনি হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বরকতময় যুগ পেয়েছিলেন, যিয়ারতের সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন এবং হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসাও লাভ করেছিলেন। শায়খ আবুল ফারাজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: একবার হুযুর গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মাদরাসার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এটি আসরের নামাযের ওয়াক্ত ছিল এবং সেখানে মসজিদে ইক্বামত বলা হচ্ছিল। আমি সুবর্ণ সুযোগ মনে করলাম যে, এক তো আসরের নামায

জামাআত সহকারে আদায় হয়ে যাবে এবং পাশাপাশি হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর যিয়ারতও নসীব হয়ে যাবে। অতএব আমি দ্রুত মসজিদে প্রবেশ করলাম। আমার ধারণা ছিল যে আমি ওযু অবস্থায় রয়েছি; তাই দ্রুত জামাআতে শরিক হয়ে গেলাম। হুযুর গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইমামতিতে নামায আদায় করলাম। যখন নামায শেষ হলো, তখন অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত, পথহারাদের পথপ্রদর্শক হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমার দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং বললেন: اَیْ بُنَیَّ! হে বৎস! اَلْغَفْلَةُ شَامِلَةٌ لَّکَ অমনোযোগিতা (***Heedlessness***) তোমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, قَدْ صَلَّیْتَ عَلٰی غَیْرِ وُضُوْءٍ তুমি ওযু ছাড়াই নামায পড়ে নিয়েছ। **(আল কালায়েদুল জাওয়াহির, পৃষ্ঠা: ৩০)**

মুমিনের অন্তদৃষ্টির উৎকর্ষতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কী অপূর্ব শান আমার পীর, পীরদের পীর, পীরে দস্তগীর হুযূর গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর...!! শায়খ আবুল ফারাজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ভুলবশত ওযুহীন অবস্থায় নামায আদায় করেছিলেন; হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের ইলমে বাতিন ও অন্তর্দৃষ্টির নূর দিয়ে জেনে নিয়েছিলেন যে, তিনি ওযু ছাড়াই নামায পড়ে নিয়েছেন। এটি আউলিয়ায়ে কেরামের সুউচ্চ মর্যাদা; আল্লাহ পাক তাঁর নবীগণের উসিলায় তাঁদেরকেও অপ্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করে থাকেন। হাদীসে পাকে রয়েছে: اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ الله অর্থাৎ মুমিনের অন্তদৃষ্টি থেকে সতর্ক থাকো, কেননা সে আল্লাহ পাকের নূর দিয়ে দেখে থাকে। **(তিরমিযী, কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, পৃষ্ঠা: ৭২২, হাদীস: ৩১২৭)**

অন্তদৃষ্টি হলো এমন এক নূর, যা আল্লাহ পাক বান্দার অন্তরে স্থাপন করেন। **(লুমআতু তানকীহ, কিতাবুস সালাত, ৩/১১৩, ৯৭নং হাদীসের পাদটীকা)** আল্লামা মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: সেই নূর, যা আল্লাহ পাক কামিল মুমিনের অন্তরে স্থাপন করেন, এর দ্বারা বান্দার অন্তর উজ্জ্বল হয়ে কাঁচের মতো স্বচ্ছ হয়ে যায়, (যাতে প্রতিটি বস্তু পরিষ্কার দেখা যায়)। সুতরাং এই নূরের বরকতে বান্দা গোপন বিষয়াবলী সম্পর্কে অবগত এবং রহস্যসমূহের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে উঠে। **(ফয়যুল ক্বদীর, ১/১৮৫-১৮৬, ১৫১নং হাদীসের পাদটীকা)**

তোমরা আমার জন্য কাঁচের মতো

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের পীর হুযুর শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কেবল কামিল মুমিনই নন, বরং কামিলদেরও ইমাম, পীরদের পীর। আল্লাহ পাক তাঁকেও অন্তদৃষ্টির নূর দান করেছিলেন, তাঁর শান তো অতুলনীয়! তিনি নিজেই বলেন: হে লোকেরা! যদি আমার জিহ্বায় শরীয়তের নিয়ন্ত্রণ না থাকত, তবে তোমরা ঘরে যা খাও এবং যা বাঁচিয়ে রেখে আসো, তা বলে দিতাম।

اَنْتُمْ بَيْنَ يَدِیَّ كَالْقَوَارِيْرِ يُرٰى مَا فِیْ بَوَاطِنِكُمْ وَظَوَاهِرِكُمْ

তোমরা আমার সামনে কাঁচের বোতলের মতো, তোমাদের জাহির-বাতিন (প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য) সবকিছুই দেখা যায়। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ৫৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ব্যক্তিগতভাবে বোঝানোর অভ্যাস করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা ঘটনাটি শুনলাম; শায়খ আবুল ফারাজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছিল, তিনি অসাবধানতাবশত

ওযু ছাড়াই নামায পড়ে ফেলেছিলেন। এতে আমাদের পীর শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তৎক্ষণাৎ তাঁর সংশোধন করলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, আপনার ওযু ছিল না।

এ থেকে হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নেকীর দাওয়াত দেওয়ার প্রবল আবেগ ও আগ্রহও প্রকাশ পায়। ✯ তিনি اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه বয়ানও করতেন, ✯ বড় বড় ইজতিমায় হৃদয়গ্রাহী বয়ান করে মানুষের জীবন বদলে দিতেন, ✯ মাদরাসায় শিক্ষাদানও করাতেন, ✯ এবং এর পাশাপাশি তিনি ব্যক্তিগতভাবেও লোকজনকে বুঝিয়ে তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করতেন।

হায়! আমাদেরও যদি এই প্রেরণা নসীব হতো! সাধারণত সম্মিলিতভাবে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার ধারাবাহিকতা চলতেই থাকে; মুবাল্লিগগণ বয়ান করেন, দরস প্রদান করেন, সোশ্যাল মিডিয়া এবং টিভি চ্যানেলের মাধ্যমেও মানুষ অন্যদের নিকট ভালো কথা পৌঁছে দিয়ে থাকে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কাউকে কোনো ভুল করতে দেখে তাকে বোঝানো, নেকীর দাওয়াত দেওয়া এবং তার সংশোধনের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি দেখা যায়। ব্যক্তিগতভাবে বোঝাতে সাধারণত সাহস হয় না; দরস ও বয়ান করার তুলনায় এতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বেশি হয়। কিন্তু সম্মিলিত নেকীর দাওয়াতের তুলনায় ব্যক্তিগতভাবে বোঝানোর প্রয়োজনীয়তাও বেশি, গুরুত্বও বেশি এবং এর উপকারিতাও অনেক বেশি।

এই শরীয়তের মাসআলাটি সর্বদা স্মরণ রাখবেন! যদি আমরা কাউকে কোনো গুনাহের কাজ করতে দেখি এবং আমাদের প্রবল ধারণা

হয় যে, আমি তাকে বোঝালে সে বুঝে যাবে, এমন অবস্থায় তাকে বোঝানো ওয়াজিব হয়ে যায়। **(বাহারের শরীয়ত, ৩/৬১৫, অংশ: ১৬)**

অতএব, ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে বোঝানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন! ✯ কাউকে নামাযে ভুল করতে দেখলেন, ✯ কাউকে ওযুতে ভুল করতে দেখলেন, ✯ কারও দোকানে গেলেন, সে গান বাজাচ্ছিল, ✯ কাউকে গীবত করতে দেখলেন, ✯ চোগলখোরী করতে দেখলেন, ✯ গালিগালাজ করতে দেখলেন বা শুনলেন; যদি এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, আমি তাকে বোঝালে সে বুঝে যাবে, এমতাবস্থায়; ✯ পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনুকূলতায়, ✯ কৌশলপূর্ণ পদ্ধতিতে, ✯ মায়া ও ভালোবাসার সাথে তাকে বুঝিয়ে নেকীর দাওয়াতের সাওয়াব অর্জনে কখনোই অলসতা করা উচিত নয়।

আমার এবং আপনার আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহর শপথ! আল্লাহ পাক যদি তোমার মাধ্যমে কোনো একজন ব্যক্তিকেও হেদায়েত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। **(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, পৃষ্ঠা: ৭৫৮, হাদীস: ২৯৪২)**

হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: জান্নাতুল ফিরদাউস বিশেষভাবে সেই ব্যক্তির জন্য, যে নেকীর আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। **(তানবীহুল মুগত্তারীন, পৃষ্ঠা: ২০১)**

আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে বেশি বেশি নেকীর দাওয়াত প্রসার করার তাওফীক্ব দান করুক। বিশ্বাস রাখুন! আমরা যদি এই কর্মপন্থা অবলম্বন করি; বোঝার ও বোঝানোর, শেখার ও শেখানোর, সংশোধন

করার এবং সংশোধন গ্রহণ করার মানসিকতা যদি ধারণ করি, তবে আমাদের সমাজ একটি আদর্শ সমাজে পরিণত হবে। আল্লাহ পাক আমলের প্রেরণা নসীব করুক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'মুহিউদ্দীন'

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পঞ্চম হিজরী শতাব্দীতে অর্থাৎ যে যুগে হুযুর গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আগমন করেছিলেন, সে যুগে মুসলিম উম্মাহ নানাবিধ পরীক্ষার সম্মুখীন ছিল। মুসলমানদের আক্বীদা ও বিশ্বাসের উপর আক্রমণ চালানো হচ্ছিল, ভ্রান্ত মতবাদের বিস্তার ঘটছিল, মুসলমানদের চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল, অমুসলিমরা চক্রান্তে মেতে উঠেছিল, আন্দালুসিয়ায় (বর্তমান স্পেনে) মুসলিম শাসন বিলুপ্তির মুখে ছিল, মিশরে অমুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং ইরাকে হাসান বিন সাবাহ (নামক মুনাফিক্ব ও অত্যন্ত নির্মম রক্তপিপাসু ব্যক্তি) এর দল হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠন চালাচ্ছিল। আর বাগদাদ শরীফ যা তখন খেলাফতের রাজধানী ছিল, সেখানকার পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে, বলা হতো: قَارُوْنُ لَوْ حَلَّ بِهَا جَارَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ অর্থাৎ কারূনের মতো ধনী ব্যক্তিও যদি বাগদাদে বসবাস শুরু করে, তবে (সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং ব্যয়ের আধিক্যের কারণে এতটাই নিঃস্ব হয়ে যাবে যে) সেও যাকাত নেওয়ার অধিকারী হয়ে যাবে।

হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এমন স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে দ্বীনের খেদমত করেছেন, মুসলিম উম্মাহর নিমজ্জিত প্রায় তরীকে আশ্রয় দিয়েছেন, দ্বীনের মূল শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং মুসলমানদের চরিত্র ও কর্মে কুরআন-সুন্নাত ও দ্বীনি শিক্ষার নূর ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর এই অনন্য খেদমতের কারণেই তাঁকে 'মুহিউদ্দীন' (অর্থাৎ দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিতকারী) বলা হয়।

'মুহিউদ্দীন' উপাধি কীভাবে লাভ করেছিলেন...?

হুযুর গাউসে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: একদা শুক্রবার ছিল, আমি সফর থেকে ফিরে আসছিলাম। পথিমধ্যে এক স্থানে আমি অত্যন্ত দুর্বল এক ব্যক্তিকে দেখলাম। সে আমাকে সালাম দিল, আমি উত্তর দিলাম। সেই ব্যক্তি বলল: আমাকে তুলে বসিয়ে দিন! আমি তাকে ধরে বসিয়ে দিতেই হঠাৎ তার চেহারা উজ্জ্বল লাবণ্যময় হয়ে উঠল এবং শরীর সতেজ হয়ে গেল। আমি বিস্মিত হলাম; এতে সে বলল: আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, আমি (আপনার নানা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর) দ্বীন। (মানুষের অনীহা ও আমলহীনতার কারণে) আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম; আল্লাহ পাক আপনার মাধ্যমে আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন, আপনি 'মুহিউদ্দীন'। এরপর আমি যখন বাগদাদে পৌঁছলাম এবং জুমার নামায আদায় করলাম, তখন লোকজন ছুটে আমার কাছে আসতে লাগল এবং "يَا مُحۡيِيَ الدِّيۡنِ" বলে উচ্চঃস্বরে ডেকে আমার হাত চুম্বন করতে লাগল।

(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১০৯)

سُبۡحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পীর হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ হলেন 'মুহিউদ্দীন'। অর্থাৎ মানুষের মাঝে আমলহীনতা বৃদ্ধি

পাচ্ছিল, ভ্রান্ত মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল, মানুষ দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল, সুন্নাত পরিত্যাগ করছিল, নামাযের প্রেরণা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল; ধন-সম্পদের মোহ, পদমর্যাদা ও মুকুট-সিংহাসনের লোভ অন্তরে বাসা বাঁধছিল। এমন পরিস্থিতিতে হুযূর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উম্মতের সংশোধনের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন এবং দিন-রাত মেহনত করে দ্বীনকে পুনরায় জীবিত করেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতে লক্ষ-কোটি মানুষের সংশোধন হয়েছে; চোরেরা এসে তাওবা করে বেলায়তের উচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়েছে; মদ্যপায়ী, নির্লজ্জ, অসৎচরিত্রবান, পথভ্রষ্ট, বিদআতী এমনকি অমুসলিমরাও তাঁর মুবারক হাতে কলেমা পাঠ করে মুসলমান হতো।

ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের তাওবা

শায়খ আবুল হাসান কুরাশী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ৫৫৯ হিজরীর ঘটনা, ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের একটি বড় দল হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলো। তাদের সাথে দু'টি মুখবন্ধ টুকরী ছিল। সেই বিভ্রান্ত ব্যক্তিরা হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞেস করল: বলুন তো, এই টুকরীগুলোতে কী আছে? হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের অন্তর্দৃষ্টি (অর্থাৎ বাতেনী দৃষ্টি, অন্তরের নূর) দিয়ে তা জেনে নিলেন এবং একটি টুকরীর উপর হাত রেখে বললেন: এতে একটি প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। অতঃপর তিনি তাঁর সাহেবযাদা হযরত আব্দুর রাজ্জাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: এই টুকরীর মুখ খোল! টুকরীর মুখ খোলা হলে তাতে বাস্তবিকই একটি প্রতিবন্ধী শিশু পাওয়া গেল। হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই

শিশুটির উপর তাঁর বরকতময় হাত রাখলেন এবং বললেন: قُمْ بِاِذْنِ اللّٰه! আল্লাহ পাকের হুকুমে দাঁড়িয়ে যাও...! এটুকু বলা মাত্রই শিশুটির প্রতিবন্ধকতা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল এবং সে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অপর টুকরীর উপর হাত রাখলেন এবং বললেন: এতে একটি সুস্থ শিশু রয়েছে। যখন টুকরী খোলা হলো, দেখা গেল তাতে সত্যিই এক সুস্থ-সবল শিশু রয়েছে। শাহানশাহে বাগদাদ হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর এই জীবন্ত কারামত দেখে সেই সমস্ত বিভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে তাওবা করে খাঁটি আশিকানে রাসূল হয়ে গেল। **(ক্বালায়েদুল জাওয়াহির, পৃষ্ঠা: ৩০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্বপ্নেও নেকীর দাওয়াত

'ফুতূহুল গায়েব', যা হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর এক বিখ্যাত কিতাব। তাতে তিনি বলেন: একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একটি মসজিদে অবস্থান করছি, সেখানে অনেক মানুষ সমবেত হয়েছে। আমি মনে মনে ভাবলাম; হায়! এখানে যদি অমুক নেক বান্দা থাকত, তবে সে এই লোকদের দ্বীন ও আদব শেখাত...!! এটুকু ভাবার পর আমি এক পুণ্যবান ব্যক্তিকে ইশারা করলাম। আমার ইশারা পেতেই সেই সমস্ত মানুষ আমার চারপাশে সমবেত হয়ে গেল। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল: হুযুর! আপনি কেন আলোচনা করছেন না? (অর্থাৎ আপনি আমাদের কিছু দ্বীন শেখান!)। হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাদের এই আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং তাদেরকে নেকীর দাওয়াত দেওয়া শুরু

করলেন। তিনি স্বপ্নের মধ্যেই এক হৃদয়গ্রাহী বয়ান প্রদান করলেন, যার বরকতে সেই সমস্ত মানুষ তাওবা করে সৌভাগ্যের শিখরে পৌঁছে গেল।

(ফুতূহুল গায়েব, পৃষ্ঠা: ৩৩। শারহু ফুতূহিল গায়েব, পৃষ্ঠা: ৯৪)

سُبْحٰنَ اللّٰه! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কী অপূর্ব শান আমাদের গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর...!! কতই না সুন্দর তাঁর নিদ্রা, কতই না অনুপম তাঁর জাগরণ! এ থেকে বোঝা যায় যে, নেকীর দাওয়াত দেওয়া এবং সমাজের সংশোধন করা হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর স্বভাবের অংশে পরিণত হয়েছিল। এমনকি নিদ্রায় থাকুন বা জাগ্রত অবস্থায়, সব অবস্থাতেই কেবল ইলমে দ্বীন প্রচার করা, মানুষকে নেকীর দাওয়াত দেওয়া এবং আল্লাহ পাকের বান্দাদেরকে আল্লাহ পাকের সাথে মিলিয়ে দেওয়ার চিন্তাতেই তিনি মগ্ন থাকতেন।

হায়! আমাদেরও যেন এই সৌভাগ্য নসীব হয়! হায়! আমাদেরও যেন একটিমাত্র উদ্দেশ্য হয় যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ الله এরপর এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সর্বদা শেখা-শেখানো, শোনা-শোনানো, বোঝা-বোঝানো, নেক কাজ করা এবং নেকীর দাওয়াত প্রসারের কাজেই যেন নিমগ্ন থাকি। ঘর হোক, দোকান হোক, বাজার হোক বা মহল্লা; সফরে থাকি বা নিজ এলাকায়; ফোনে কথা হোক বা মুখোমুখি সাক্ষাৎ হোক, সব অবস্থাতেই যেন নেককার হওয়া এবং নেককার বানানোর একই তীব্র ব্যাকুলতা যেন অন্তরে বিরাজ করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক বানানোর মেশিনে পরিণত হোন!

আশিকে গাউসে আযম, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদের বুঝিয়ে লিখেন: প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর ব্যাপারে লোভী হয়ে যান; অন্যদেরকে নামাযী বানানোর অভিযান আরও জোরদার করুন। যখনই জামাআত সহকারে নামাযের জন্য মসজিদের দিকে রওয়ানা হবেন, অন্যদের উদ্বুদ্ধ করে সাথে নিয়ে চলুন। যাদের নামায জানা নেই, তাদেরকে নামায শেখান। আপনার মাধ্যমে যদি একজন ব্যক্তিও নামাযী হয়ে যায়, তবে যতদিন সে নামায পড়তে থাকবে, তার প্রতিটি নামাযের সাওয়াব আপনিও পেতে থাকবেন। বয়োবৃদ্ধ আশিকানে রাসূলের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত 'প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা' এ ভর্তি হয়ে যান; এতে নিজেও কুরআনে করীম শিখুন এবং অন্যদেরও শেখান। আপনার নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণকারী ব্যক্তি যখন যখন তিলাওয়াত করবে, আপনিও তার সেই তিলাওয়াতের সাওয়াব পেতে থাকবেন। নিজেও সুন্নাতের উপর আমল করুন এবং অন্যদেরও আমল করতে অনুপ্রাণিত করুন। আপনি যদি কাউকে একটি সুন্নাত শিখিয়ে দেন, তবে সে যখন যখন সেই সুন্নাতের উপর আমল করবে, আপনিও সেই সুন্নাত আমলকারীর মতোই সাওয়াব পেতে থাকবেন। নেকীর দাওয়াত বিষয়ক এলাকায়ী দাওরা এবং মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফরের মাধ্যমে নিজের এবং অন্যদের সংশোধনের জোরদার অভিযান চালিয়ে মুসলমানদের নেক বানানোর মেশিনে পরিণত হোন। اِنْ شَآءَ الله সাওয়াবের স্তূপ জমে যাবে এবং উভয় জাহানে মুক্তি লাভ হবে।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার হযরত মূসা কলীমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহর দরবারে আরয করলেন: হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তার ভাইকে ডেকে নেককাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে, তার প্রতিদান কী? আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: আমি তার প্রতিটি কথার বিনিময়ে এক এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দিই এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জা হয়। **(মুকাশাফাতুল কুলূব, পৃষ্ঠা: ৬৫)**

سُبْحٰنَ الله! আপনি যদি কাউকে নেকীর দাওয়াত দেন, তবে প্রতিটি কথার বিনিময়ে এক এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লাভ করবেন। মনে করুন! আপনি কোনো একদিন মসজিদে কেবল একজন ইসলামী ভাইয়ের সামনে 'ফয়যানে সুন্নাত' থেকে দরস দিলেন এবং তাতে ২টি পৃষ্ঠা পড়ে শোনালেন। এখন যদি তাতে নেকী ও কল্যাণের ২০টি কথা বর্ণিত হয়ে থাকে, তবে দরস শ্রবণকারী সেই ইসলামী ভাই সেগুলোর উপর আমল করুক বা না করুক, আপনার আমলনামায় اِنْ شَآءَ الله ২০ বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে! আর আপনার দরস শুনে সেই ইসলামী ভাই যদি আমল করা শুরু করে দেয়, তবে সে যতদিন আমল করতে থাকবে, আপনিও আমলকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব অবিরত পেতে থাকবেন। আর সে যদি আপনার দরস থেকে শেখা কোনো সুন্নাত অন্য কারও নিকট পৌঁছে দেয়, তবে এর সাওয়াব পৌঁছানো ব্যক্তিও পাবে এবং আপনিও পাবেন। এভাবে اِنْ شَآءَ الله আপনার সাওয়াব বাড়তেই থাকবে। নেকীর দাওয়াতের আখিরাতে প্রাপ্ত সাওয়াব যদি বান্দা দুনিয়াতেই দেখতে পেত, তবে একটি মুহূর্তও অনর্থক ব্যয় করত না; সর্বক্ষণই নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিত। **(নেকীর দাওয়াত, পৃষ্ঠা: ২৩০-২৩১)**

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর এবং তাঁর ওসিলায় হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খাঁটি ও সুদৃঢ় গোলামী নসীব করুক এবং আমাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد